দৈনিক জনকণ্ঠ

26 APR 2007

পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

ঢাবিতে ভুয়া ভর্তি ॥ কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোচ্ছে!

মোশতাক আহমেদ

দেড় লাখ টাকায় ছাত্রী ভর্তি, ভুয়া সিন্ডিকেটের নাম ঠিকানা বেরিয়ে আসছে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভুয়া ভর্তি নিয়ে এখন কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে আসার মতো অবস্থা হয়েছে। তদন্তে একের পর এক ভুয়া শিক্ষার্থী যেমন শনাক্ত হচ্ছে তেমনি ভুয়া ভর্তির সিন্ডিকেটের নাম-ঠিকানাও প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। নতুন করে আরও তিন ভুয়া শিক্ষার্থী ধরা পড়েছে। এর মধ্যে জালিয়াতির মাধ্যমে পোষ্য কোটায় এক ছাত্রী দেড় লাখ টাকা দিয়ে সমাজকল্যাণ বিভাগে ভর্তি হয় বলে স্বয়ং ছাত্রীটির দুলাভাই স্বীকার করেছেন। বাকি দুই ভুয়া শিক্ষার্থী আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ছাত্র। এদিকে তদন্ত কমিটি নয় সদস্যের ভুয়া সিন্ডিকেটের সঙ্গে যে প্রতিষ্ঠানটির জড়িত থাকার প্রাথমিক প্রমাণ পায় সেটির নাম হলো, "এ্যাসিটেন্স টু দ্য পুওর"। কনসালটেন্সি এই ফার্মটি রাজধানীর এ্যালিফ্যান্ট রোডে অবস্থিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক অনুষদের ডিন ও অবৈধ ভর্তি সংক্রান্ত তদন্ত কমিটির সদস্য অধ্যাপক হারুন অর রশীদ জনকণ্ঠকে বলেছেন, সরকার অর্থাৎ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা

(৩ পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

ঢাবিতে ভুয়া ভর্তি

(প্রথম পাতার পর)

যদি অভিযুক্ত চক্র এবং ভুয়া ছাত্রদের ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাহলেই পুরো চক্রটি বেরিয়ে আসবে। গ্যাংয়ের সঙ্গে কারা জড়িত এবং জালিয়াতি করে কিভাবে ভর্তি হয়েছে তা জানতে এখন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন, ভুয়া ভর্তির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাসপেন্ড হওয়া একজন ছাড়া বাকি চারজন এখনও ধরা পড়েনি। তিনি জানান, ধরা পরা তিন শিক্ষার্থীকে শো'কজ নোটিস দেয়া হবে। জবাব পাওয়ার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বশীল সূত্রমতে, বগুড়ার শেরপুরে বাড়ি মোহাম্মৎ জুলেখা পারভীন নামে এক ছাত্রী 'খ' ইউনিটের (কলা অনুষদ) মাধ্যমে পোষ্য কোটায় সমাজকল্যাণ বিভাগে ২০০৫-০৬ সেশনে ভর্তি হন। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, পোষ্য কোটায় ভর্তি হলেও প্রকৃতপক্ষে সে পোষ্য নয়। তাঁর বাবা মোঃ হোসেন আলী মূলত নওগাঁ পানি উন্নয়ন বোর্ডে চাকরি করেন। প্রসঙ্গত বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা,কর্মচারীদের সন্তানদের পোষ্য হিসেবে ভর্তির জন্য আলাদা কোটা রয়েছে। উক্ত ছাত্রী জালিয়াতির মাধ্যমে বাবার নাম ঠিক রেখে বাবার পেশা হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অফিস সহকারী হিসেবে উল্লেখ করেন। কিন্তু তদন্ত কমিটির কর্তাব্যক্তিরা খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন রসায়ন বিভাগে হোসেন আলী নামে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী নেই।

স্বয়ং ছাত্রীটির দুলাভাই রাজধানীর শ্যামলীর বাসিন্দা ব্যবসায়ী মনির তালুকদারের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে এ প্রতিবেদকের কথা হলে তিনি জানান, তাঁর স্ত্রীর মাধ্যমে জানতে পারেন, দেড় লাখ টাকা দিয়ে তাঁর শ্যালিকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। বিষয়টি তিনি আগে জানতেন না। ছাত্রীটি তাঁর বাসা থেকেই পড়াশোনা করে। আগামী শনিবার থেকে ছাত্রীটির পরীক্ষা থাকায় তিনি সমাজকল্যাণ বিভাগে এসে জানতে চান সে পরীক্ষা দিতে পারবে কিনা। সেখানে প্রিন্সিপাল সেকশন অফিসার মতিন জানান, বিভাগে নাম ঠিক আছে। কিন্তু কলা অনুষদের ডিন অফিসে এসে জানতে পারেন সেখানে জুলেখার নাম নেই। বিষয়টি তিনি তদন্ত কমিটির সদস্য ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক হারুন অর রশীদকেও অবহিত করেন। তিনি জানান, এখন যদি ভুয়া হয় তাহলে অন্য কোথাও অন্তত ভর্তি হতে পারবে।

তদন্ত কমিটির সদস্যরা জানতে পারেন, সমাজকল্যাণ বিভাগে থাকা উক্ত ছাত্রীটির ভর্তি সংক্রান্ত কাগজপত্রে ভুয়া ভর্তির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ইতোমধ্যে বরখাস্ত হওয়া উপ রেজিস্ট্রার (শিক্ষা) এর্কে মোজাম্মেল হকের স্বাক্ষর রয়েছে। অর্থাৎ এই ছাত্রীটি জালিয়াতির মাধ্যমে ভর্তি হয়েছে বলেই তাদের কাছে মনে হয়েছে। তারপরও তারা পুরো বিষয়টি পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবেন।

ছাত্রীটির দুলাভাই আরও জানান, এফ রহমান হলের সাব্বির আলম নামে এক ছাত্র ভুয়া ভর্তি চক্রের সঙ্গে মিথ্যে জড়ে (?) দেড় লাখ টাকা দিয়ে তাঁর শ্যালিকাকে সমাজকল্যাণ বিভাগে ভর্তি করায়। সাব্বিরের বাড়িও বগুড়ায়। বিষয়টি নিয়ে জুলেখার বাবা হোসেন আলীর সঙ্গে মোবাইল ফোনে কথা হলে তিনি জানান, তিনি নওগাঁ পানি উন্নয়ন বোর্ডে কর্মরত আছেন। তাহলে মেয়ে পোষ্য কোটা হিসেবে কিভাবে ভর্তি হলো জানতে চাইলে তিনি বলেন, অন্যভাবে পোষ্য হতে পারে। পরক্ষণই আবার বলেন মেধা হিসেবেই ভর্তি হয়েছে। মনির তালুকদার তাঁর

শুধু জুলেখা নয় বুধবার আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের আরও দুই ভুয়া ছাত্রকে শনাক্ত করা হয়েছে। এরা হলো ২০০২-০৩ সেশনের অনিরুদ্ধ শুভ্র এবং ২০০৩-০৪ সেশনের মোঃ সাব্বির আলম। এরমধ্যে অনিরুদ্ধ জগন্নাথ হল এবং সাব্বির আলম এফ রহমান হলের ছাত্র। উক্ত দুই হলের প্রভোস্টগণ সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিনকে চিঠি দিয়ে জানান এ নামে কোন ছাত্র নেই। তারা ভুয়া কাগজপত্র দিয়ে ভর্তি হয়েছে।

এদিকে ভুয়া ভর্তি সিন্ডিকেটের নাম-ঠিকানাও আস্তে আস্তে প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। সূত্রমতে অবৈধ ভর্তি সংক্রান্ত তদন্ত কমিটি প্রাথমিকভাবে একটি কনসালটেন্সি ফার্মসহ ভুয়া ভর্তি সিন্ডিকেটের যে নয়জনের নাম পেয়েছে তার মধ্যে উপরেজিস্ট্রার (শিক্ষা) একে মোজাম্মেল হকসহ পাঁচজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং আব্দুর রাজ্জাক সহ চারজন বহিরাগত। কনসালটেন্সি ফার্মের নামও পাওয়া গেছে। রাজধানীর এলিফ্যান্ট রোডে অবস্থিত ফার্মটির নাম "এ্যাসিটেন্স টু দ্য পুওর'। তা ছাড়া তদন্ত কমিটি দেখতে পেয়েছে, ভুয়া শিক্ষার্থীর বেশিরভাগই এফ রহমান হল এবং মৈত্রী হলের শিক্ষার্থী। এটিও তারা খতিয়ে দেখবে।

অবৈধ ভর্তি তদন্ত কমিটির সদস্য এবং সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড., হারুন অর রশীদ জনকণ্ঠকে বলেন, আমরা তো পরীক্ষার মাধ্যমে মেধার ভিত্তিতেই শিক্ষার্থী ভর্তি করি। কিন্তু পরীক্ষার বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা, কর্মচারীর যোগসাজশে একটি চক্র বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষার্থী ভর্তি করছে মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে। ইতোমধ্যে এই চক্রের পাঁচ কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। ধরা পড়েছে ভুয়া শিক্ষার্থী। এখন যদি দেশের সরকার অভিযুক্ত চক্র এবং ভুয়া ছাত্রদের ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাহলেই পুরো চক্রটি বেরিয়ে আসবে।

প্রকাশিত সংবাদ নিয়ে ঢাবি কর্তৃপক্ষের প্রতিবাদ

এদিকে মঙ্গলবার জনকণ্ঠে প্রকাশিত 'ঢাবিতে আরও ৩৩ ভুয়া শিক্ষার্থী' শীর্ষক সংবাদের প্রতিবাদ জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। জনসংযোগ পরিচালক স্বাক্ষরিত প্রতিবাদ লিপিতে বলা হয়, দ্বিতীয় বর্ষ সম্মান পরীক্ষা কমিটির কাছে ৩৩ পরীক্ষার্থীর ভর্তি প্রক্রিয়ায় বৈধতা নিয়ে সংশয় দেখা দিলে তাদের ভর্তি প্রক্রিয়ার বৈধতা যাচাইয়ের জন্য কমিটি কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন। বিষয়টি যাছাইবাছাই প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। কমিটির অনুসন্ধানে দেখা যায় প্রকাশিত তালিকায় কিছু ছাত্রছাত্রীর নাম রয়েছে যারা বিধি বিধান অনুসরণ করেই ভর্তি হয়েছে। ৩৩ জনের মধ্যে বৈধ বলে প্রতীয়মান হয়েছে সামনা জাহান লুবনা, ফারহা জামান, হোসাইন সাব্বির আহমেদ, মুনতাশির হোসেন, সাদিয়া সুলতানা, মাহমুদুল হক, ক্যামেলিয়া জামান, মোঃ জসীম উদ্দিন ও শারমিন লিফাত। তা ছাড়া সামনা জাহান নামে যে ছাত্রীর নাম ছাপা হয়েছে তার নাম পরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রেরিত ৩৩ জনের তালিকাতেও নেই।